দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..1.8 OCT 1992 ..
পৃষ্ঠা... ৪ ...কলাম ..১...

ক্যাডেট কলেজ ঃ সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

তসলিমা সুলতান

সেদিন (তারিখটা সম্ভবত ২১-০৯-৯২ সোমবার) টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠান দেখছিলাম। এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সংবর্ধনা বা সাক্ষাৎকার জাতীয় একটি অনুষ্ঠান। লক্ষ্য করছিলাম বেশির ভাগ ছাত্রই ক্যাডেট কলেজের। একটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হলো ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা সবসময় ভাল ফল করছে এর কারণ কি? সাধারণ স্কুল হতে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার পার্থক্যটা কি? ছাত্রটির জবাব আমার চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল এবং আমি এ নিয়ে বেশ ক'দিন ভেবেছি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই ক্যাডেট কলেজ থেকে পড়াশোনা করছে। আমাদের শিক্ষকরাই তাদের শিক্ষাদান করছেন। একই বোর্ডের অন্তর্গত সিলেবাস তাদের পাঠ্য। কিন্তু ক্যাডেট কলেজ ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফলাফলের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে ছাত্রটি বলেছিল ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার সিস্টেম অন্য ধরনের। শিক্ষকমণ্ডলী অভিজ্ঞ। পড়াশোনার পরিবেশ স্বতন্ত্র। রাজনীতি বা অন্য কোন ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে ক্যাডেট কলেজ মুক্ত। কারণগুলো নিয়ে আমি ভাবছিলাম। প্রতিবছর ক্যাডেট কলেজ থেকেই শীর্ষস্থান দখলকারী কৃতি ছাত্রদের ছবি দৈনিকের পাতা জুড়ে থাকে। এছাড়াও বিতর্ক বা সেমিনার খাতেই তারা অংশগ্রহণ করে থাকে, বিজয়ের শিরোপা তাদের জন্য অবধারিত। এর সপক্ষে কিছু কারণ অবশ্যই আছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ফলাফলের মান অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করলে মনে হয় এরকম দাঁড়াবে (ক) ক্যাডেট কলেজ, (খ) সরকারী ও বেসরকারী গুটিকয়েক নামীদামী স্কুল। যেমন হলিক্রস, সেন্ট জোসেফ, ভিকারুন্নেসা, শাহীন, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি। (গ) বেসরকারী বিদ্যালয়। ক্যাডেট কলেজ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হবে এখানে সামরিক শিক্ষা বা নিয়মাবলীর শিক্ষণের পাশাপাশি বোর্ড প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এইচএসসি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। উল্লেখ্য, ক্যাডেট কলেজগুলো সপ্তম শ্রেণী হতে ছাত্র ভর্তি করে। এই কলেজগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

(ক) ৪টি বিভাগীয় প্রধান সদর দফতরে এই কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত। ৪টি বিভাগে এবং ৪টি বোর্ডের অধীনে এই কলেজ মাত্র কয়েকটি।

(খ) সীমিত আসন সংখ্যা।

(গ) পরিবেশ ভিন্ন ধরনের।

(ঘ) অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী।

(ঙ) মেধাভিত্তিক ভর্তি।

(চ) স্ব স্ব কলেজেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

(ছ) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডমুক্ত এলাকা।

আমাদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপরোক্ত সবগুলো বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। জনসংখ্যায় জর্জরিত বাংলাদেশে প্রতিবছর ভর্তি সমস্যা প্রকট হচ্ছে। ক্যাডেট কলেজ সীমিত কয়েকটি মাত্র এবং উচ্চবিত্ত ছাড়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব নয়। তবু আমাদের অভিভাবকগণ সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্খায় এই কলেজের ভর্তির জন্য যথাসাধ্য তৎপর হন। অনেক সময় দেখা যায় দু'এক বছর নষ্ট করে এবং অধিক শিক্ষক নিয়োগ করে তাদের সন্তানকে এই কলেজে ভর্তির জন্য চেষ্টা করেন। বর্তমানে সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে দূরে রাখার জন্য এবং সন্তানের সুনিশ্চিত জীবনযাত্রার জন্যই তারা ব্যাকুল হন বেশি।

এবার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। অনেক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ক্যাডেট কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে পারলে তারাও বোর্ডে প্রথম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পারত। পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের অভাবে তাদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমান অবস্থার চেয়ে ফলাফলের মান আরও উন্নত হতে পারে— যদি এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(ক) ছাত্র সংখ্যার তুলনায় স্কুলের সংখ্যা অনেক কম। সেই লক্ষ্যে সরকারী স্কুল (সবগুলোই) দু'শিফট করা প্রয়োজন। এছাড়াও নতুন স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) আসন সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে। আসন সংখ্যা শুধুমাত্র গুটিকয় সরকারী স্কুলে সীমিত, কিন্তু বেসরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। একে তো নেই সীমিত আসনসংখ্যার বালাই, তার ওপর মেধা যাচাইয়ের নেই কোন সুযোগ। সব নামীদামী স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়ার পর অবশিষ্ট যারা থাকে তারাই বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভিড় জমায়। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক, বেতন ও অন্যান্য খাতে অর্থসংস্থানের জন্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। মেধা যাচাই করলে চলে না। ফলে শ্রেণীতে ধারণক্ষমতার অধিক ছাত্রছাত্রী তাও নিম্ন মেধার কারণে শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাল ফল লাভ হয় না।

(গ) মেধাভিত্তিক ভর্তি— এ ব্যাপারে পূর্বে বলা হয়েছে। ভাল ফলাফলের লক্ষ্যে মেধাভিত্তিক ভর্তি অবশ্যই প্রয়োজন। বেসরকারী স্কুলগুলো 'ডোনেশন' বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপ অগ্রাহ্য করতে পারে না, ফলে মেধাহীন ছাত্রছাত্রী এখানে অবাধ সুযোগ পায়।

(ঘ) ভাল ফলাফলের লক্ষ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাদান সম্পর্কিত বোর্ডের প্রদত্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত করতে হবে। দেখা যায়, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত স্কুলও ভাল ফল লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা যারা সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করি বোর্ডের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অবগত নই। বোর্ডের যারা পরীক্ষক হন তাদেরকেই শুধু উত্তরপত্র পরীক্ষণের সময় নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়। এই নির্দেশাবলী না জানায় আমরা সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করতে পারি না। যেমন একটি ছাত্র এসএসসি পরীক্ষায় সবক'টি অঙ্কের উত্তরই সঠিক করেছে (তার ধারণা), কিন্তু দেখা গেল সে তার কাঙ্খিত নম্বর পায়নি। অথবা যে ছেলেটি স্কুলে ইংরেজীতে ভাল নম্বর পাচ্ছে বোর্ডে সে আশানুরূপ ভাল করছে না। এর কারণ কি? এর কারণ বোর্ডে একটি অঙ্ক দু' বা তিনটি পদ্ধতিতে করলে গ্রহণযোগ্য হবে বলে নির্দেশ আছে; কিন্তু যে শিক্ষক ক্লাস করিয়েছেন তিনি অন্য আর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন— যেটি বোর্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই সেই পদ্ধতি বোর্ডে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শিক্ষক যথার্থ নিয়মটি অবগত নন বলেই এমনটি হয়েছে। অন্য বিষয়গুলোর ব্যাপারেও বিশেষ নির্দেশাবলী থাকে। সেগুলো শিক্ষকরা না জানায় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষাদান করতে পারছেন না। বোর্ডের নির্দেশাবলী প্রতিটি স্কুলে প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকদেরকে এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

(ঙ) প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব বিশেষ কোন স্কুল শিক্ষকদের ওপর না রেখে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞদের ওপর ন্যস্ত করা উচিত। এতে একদিকে যেমন পক্ষপাতিত্ব রোধ করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার আশংকাও তেমন থাকবে না।

(চ) উত্তরপত্র পরীক্ষণের ব্যাপারেও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি একটু বিশেষ নজর দিলে বা প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ নিলে ক্যাডেট কলেজ ও বেসরকারী পর্যায়ের স্কুলগুলোর মধ্যে ফলাফলের যোজন যোজন পার্থক্য কিছুটা হলেও কমবে। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, সচেতন অভিভাবকবৃন্দ ও অভিজ্ঞ সুধীজনের গঠনমূলক মতবাদ আশা করছি। তারা এ ব্যাপারে ভেবে দেখবেন কি?

(লেখিকা গুলশান মডেল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা)